13

ভোরের কাগজ

তারিখ 01 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

শিশু অধিকার ও শিশু শিক্ষা

ম. ইনামুল হক

ভূমিকা

স্বীকৃত গর্ভধারণের ক্ষেত্রে যেদিন থেকে একটি শিশু মায়ের পেটে এলো সেদিন থেকেই শিশুর প্রকাশ্য অধিকার স্থাপিত হলো। অপ্রকাশ্য গর্ভধারণ কিংবা পরিত্যক্ত বা এতিম শিশুরও অধিকার আছে তবে তা সমাজের প্রচলিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই স্বীকৃতি পায়।

একটি শিশু তার জন্মের পর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব গুণ, পারিপার্শ্বিকতা ইত্যাদির প্রভাবসহ প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। শিশুর বয়স ১০ বছরে পৌঁছলে সে প্রায় আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। এই বয়সে সে প্রয়োজনে কায়িক শ্রম কিংবা নিজ ধ্যানধারণা অনুযায়ী ঝুঁকি নিতে সক্ষম হয়। অতএব এই নিবন্ধে শিশুর বয়স ১০ বছর অবধি তার অধিকার ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করবো।

শিশুর জন্ম

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই এতিম সে অবশ্যই সমাজের দয়াপরবশ। অতএব এই সকল শিশুর যদি কোনো দত্তক না থাকে তাহলে অনাথ পল্লীতে বাঁচার সুযোগ থাকতে পারে। অবশ্য অনেক শিশুর পিতামাতা থাকলেও প্রকৃত মমতা থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সামাজিক দায়দায়িত্ব সেই পর্যন্ত পৌঁছায় না। যে সকল দম্পতি অত্যন্ত দরিদ্র অথবা যে মায়ের কোলে একাধিক শিশু সেই মা তার নবজাতককে যথেষ্ট স্নেহ মমতা দিয়ে উঠতে পারেন না। অতএব ভূমিষ্ঠ শিশুর অধিকার নিয়ে সকল অবস্থাই বিবেচ্য বিষয়।

শিশুর আশ্রয়

যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়ে যথেষ্ট আদর, মমতা, খাদ্য ও সেবা পেলো তাকে নিয়ে ভাবার কিছু নেই, সেইরূপ হওয়াই কাম্য। কিন্তু যে শিশুকে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া গেলো তাকে কে দেখবে। এই শিশুটি যদি এতিমখানা কিংবা অনাথ পল্লীতে যায় তাহলে সমাজের সকল দায়িত্বশীল ও বিবেকবান মানুষকে এই সকল জায়গাগুলোর হাল অবস্থা দেখার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। যে শিশুরা মায়ের ত্বরিত গর্ভধারণের জন্য ভূমিষ্ঠ হয়ে মায়ের কোলে ভিড় বাড়ালো তাদের কাছে আমরা কিন্তু যেতে পারছি না।

শিশুর অধিকার

একটি মানবশিশুর অধিকারই অন্যের মমতা বা দয়ার মাধ্যমে আদায় হয়, অর্থাৎ মাতাপিতা অথবা সমাজসেবী সংগঠন ইত্যাদির মাধ্যমে। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকে তার পায়ে চলা বয়স পর্যন্ত সে বাড়ে আর বুঝতে শেখে সে এই পৃথিবীর একটি জীব। অতএব এরপরের বয়স জন্য সবার মতো কথা বলা, ভার আদান-প্রদান ও নিজ বাহুবলে অধিকার আদায়ের শিক্ষা। এরই একটা পর্যায়ে শুরু হয় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা।

শিশু খাদ্য

আজ আমাদের দেশে শিশু খাদ্যের দারুণ অভাব। শিশু খাদ্য বলতে আমরা গরুর দুধ বোঝাই। নবজাত শিশুর জন্য মায়ের দুধ এদেশের শিক্ষিত জনসাধারণের কাছে প্রায় অগ্রাহ্য হয়ে আছে। এর পেছনে রয়েছে টিনজাত দুধের গুণ ও মাহাত্ম্যের প্রচার ও সামাজিক আচার। আমাদের মায়েরাও ত্বরিত বিকল্প পথে হাঁটেন। শিশু যদি স্তন্যপান করতো আর বয়স অনুযায়ী ক্রমশ শক্ত খাবারে অভ্যস্ত হতো তাহলে আমাদের এতো শিশুখাদ্যের অভাব হতো না। এক্ষেত্রে কেবল আফসোস করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

শিশুর নিরাপত্তা

শিশুর নিরাপত্তা আজ সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। স্বচ্ছল গৃহিণী তার শিশুকে কাজের মেয়ের হাতে মানুষ করান ফলে অবহেলা না করলেও সে নোংরা থাকে। অসচ্ছল নারী শিশুকে অসহায় অবস্থায় কোথাও রেখে কাজে যান কারণ শিশুকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার তার অধিকার নেই। কর্মজীবী মহিলা শিশু ও কাজের মেয়েকে ঘরে তালা দিয়ে কাজে যান। আজ সকল ব্যবস্থায় শিশুর নিরাপত্তা ও অধিকার বিপন্ন। সমাজের এই অবস্থা অমানবিক ছাড়া আর কিছুই নয়।

শিশু শিক্ষা

শিশুদের শিক্ষার নামে চলছে স্রেফ ব্যবসা। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো আজ চরমভাবে উপেক্ষিত। অথচ এর কারিকুলাম ও দালানকোঠা চমৎকার। সচ্ছল অথবা রুচিসম্পন্ন অভিভাবকরা এগুলোর পরিবেশ ও ছাত্রছাত্রীদের ঘৃণার চোখে দেখেন না। সকলের লক্ষ্য কিন্ডারগার্টেন জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি। এতে অবশ্য আপত্তির কিছু সহানুভূতির কথা নয়। কিন্তু শিশুদের পাঠ্যপুস্তকের নামে কিন্ডারগার্টেনগুলোতে যে সকল বই পড়ানো হয় তাতে শিক্ষার চাইতে ব্যবসা ও অত্যাচার বেশি। যার অবশ্যম্ভাবী ফল দুর্নীতি। এই সকল প্রতিষ্ঠানে খাপ খাওয়াতে শিশুর বয়স কম করে দেখানো হয়। যা শিশুকে জীবনের শুরু থেকেই মিথ্যাবাদী করে তোলে। একটি শিশুর প্রাইমারি পাঠ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলছে এই অত্যাচার।

উপসংহার

শিশু অধিকার ও শিশু শিক্ষা সম্পর্কে যা কিছু আলোচিত হলো এর ওপর বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য কিছু সুপারিশ থাকা দরকার। শিশুর অধিকার রক্ষার গুরুত্ব আমাদেরকে অবশ্যই দিতে হবে, অন্যথায় আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা হবে বিবেকে পঙ্গু, জ্ঞানে নোটবইসর্বস্ব, প্রতিজ্ঞায় ভ্রান্ত। আমার সুপারিশগুলো নিম্নরূপ :

(১) শিশু ভূমিষ্ঠমাত্র তার নাম ও বৃত্তান্ত স্থানীয় পরিবারকল্যাণ কেন্দ্রে অবশ্যই তালিকাভুক্ত করতে হবে। শিশুর বয়স নির্ধারণে কেবলমাত্র এই তালিকাভুক্তির সনদপত্র সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে হবে।

(২) সরকার কর্তৃক প্রাথমিক ও শিশু শিক্ষা বোর্ড গঠন করে শিশুর শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এই বোর্ড পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহযোগিতায় শিশুসহ মায়েদের জন্যও শিক্ষার কারিকুলাম পরিচালনা করবে।

(৩) শিশুর তিন বছর বয়স থেকেই শিক্ষার কারিকুলাম থাকতে হবে। শিশু বয়স অনুযায়ী সরাসরি লালন ও শিশু শ্রেণী অতিক্রম করবে। কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণী থেকেই অকৃতকার্য শিশু পুনরায় পূর্বের ক্লাসে থাকার সুযোগ পাবে।

(৪) মায়েদের শিক্ষার কারিকুলাম হবে গর্ভধারণ থেকে শুরু করে শিশুর বয়স ১০ বছর হওয়া অবধি। শিশুর জন্ম, শিশুর খাদ্য, শিশুর স্বাস্থ্য, শিশুর শিক্ষা, শিশুর নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় মায়েদের শিক্ষার কারিকুলামে থাকতে হবে।

(৫) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কারিকুলাম ও পুস্তকের বাইরে স্কুল ও কিন্ডারগার্টেনসমূহে শিশুদের ওপর অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় বই-পুস্তকের অত্যাচার দূর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৬) পরিবার কল্যাণ অথবা সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীনে গ্রামে গ্রামে ও পাড়ায় পাড়ায় শিশুকেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নিতে হবে। এই সকল কেন্দ্রে সাধারণ ও কর্মজীবী মায়েরা শিশু এবং সহকারীদের রেখে গৃহস্থালী বা চাকরির কাজে যেতে পারবেন। এই ব্যাপারে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো (এনজিও) বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ম. ইনামুল হক : প্রকৌশলী।